

বিবিধ—কাব্য

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

সম্পাদক :
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

Published by

porua.org

ভূমিকা

মধুসূদনের সাহিত্য-জীবন নানা কারণে নানা ভাবে খণ্ডিত ও বাধাগ্রস্ত হইয়াছিল। চিঠিপত্রে প্রকাশিত তাঁহার বহুবিধ সঙ্কল্প, পরিণামে সেগুলির বিফলতা এবং তাঁহার বিবিধ অসম্পূর্ণ কাব্য ও কবিতায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি নানা সময়ে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে অনেকগুলি কাব্য ও কবিতা রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু শেষ করিতে পারেন নাই। এই অসম্পূর্ণ কাব্যগুলির মধ্যে তাহার ‘বীরাঙ্গনা কাব্য’ ও নীতিগর্ভ কবিতাবলীই আমাদের বিশেষ আক্ষেপের কারণ হইয়া আছে। বর্তমান সংস্করণ গ্রন্থাবলীর এই বিবিধ খণ্ডটি কবি মধুসূদনের বিরাক্ট সম্ভাবনার ও বিপুল নৈরাশ্যের নিদর্শন।

এই বিক্ষিপ্ত কবিতা ও কাব্যাংশগুলি আমরা নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। কবির জীবিতকালে বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে ইহাদের কয়েকটি মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল; বাকিগুলি তাঁহার মৃত্যুর পরেই প্রকাশিত হইয়াছে। সাময়িক-পত্রে সবগুলি বাহির হয় নাই। ‘জীবন-চরিতে’ ও ‘মধুস্মৃতি’তে অধিকাংশই স্থান পাইয়াছে। একই কবিতার কোন কোন স্থানে দুইরূপ পাঠ পাওয়া গিয়াছে। কয়েকটি অসম্পূর্ণ কবিতা মধুসূদনের ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’র ১ম সংস্করণের (১৮৬৬) পরিশিষ্টে “অসমাপ্ত কাব্যাবলি” নামে বাহির হইয়াছিল। দীননাথ সান্যাল-সম্পাদিত ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’র শেষে একটি অপ্রকাশিত-পূর্ব কবিতা আছে; নগেন্দ্রনাথ সোম সেটি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। আমরা এই খণ্ডে এই সকলগুলিই একত্র সন্নিবিষ্ট করিলাম। কবিতাগুলিকে যত দূর সম্ভব, কালানুক্রমিক সাজাইবার চেষ্টা করিয়াছি। যে যে স্থান হইতে কবিতাগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, নিম্নে তাহার নির্দেশ দিলাম। “যো” বলিতে [যোগীন্দ্রনাথ বসু](#)-প্রণীত ‘জীবন-চরিত’ চতুর্থ সংস্করণ এবং “ন” বলিতে নগেন্দ্রনাথ সোম-প্রণীত ‘মধু-স্মৃতি’ বুঝিতে হইবে।

সন্দেহস্থলে আমরা নিজেদের বুদ্ধিমত্তা পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। কোনও কোনও কবিতার স্থানে স্থানে অর্থনির্ণয় কষ্টসাধ্য; অনেক স্থলে স্পষ্ট মুদ্রাকর ও অন্যান্য প্রমাদ আছে। পরিশিষ্টে “দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যা”য় সেগুলি প্রদর্শিত হইল। “বর্ষাকাল” ও “হিমঝতু” কবির বাল্যরচনা।

সূচীপত্র

<u>বর্ষাকাল</u>	...	৩
<u>হিমঝতু</u>	...	৩
<u>রিজিয়া</u>	...	৪
<u>কবি-মাতৃভাষা</u>	...	৬
<u>আত্ম-বিলাপ</u>	...	৬
<u>বঙ্গভূমির প্রতি</u>	...	৯
<u>ভারতবৃত্তঃ দ্রৌপদীস্বয়ম্বর</u>	...	১০-১১
মৎস্যগন্ধা	...	১২
<u>সুভদ্রা-হরণ</u>	...	১৩
নীতিগর্ভ কাব্যঃ		
<u>ময়ুর ও গৌরী</u>	...	১৫
<u>কাক ও শূগালী</u>	...	১৭
<u>রসাল ও স্বর্ণ-লতিকা</u>	...	১৮
<u>অশ্ব ও করঙ্গ</u>	...	২১
<u>দেবদৃষ্টি</u>	...	২৪
<u>গদা ও সদা</u>	...	২৬
<u>কঙ্কট ও মণি</u>	...	২৯
<u>সূর্য ও মৈনাক-গিরি</u>	...	৩০
<u>মেঘ ও চাতক</u>	...	৩২
<u>পীড়িত সিংহ ও অন্যান্য পশু</u>	...	৩৫
<u>সিংহ ও মশক</u>	...	৩৬
<u>ঢাকাবাসীদিগের অভিনন্দনের উত্তরে</u>	...	৩৮
<u>পুরুলিয়া</u>	...	৩৮
<u>পরেশনাথ গিরি</u>	...	৩৯
<u>কবির ধর্মপত্র</u>	...	৪০
<u>পঞ্চকোটস্য রাজশ্রী</u>	...	৪১
<u>পঞ্চকোট-গিরি বিদায়-সঙ্গীত</u>	...	৪২
<u>সমাধি-লিপি</u>	...	৪২
<u>পাণ্ডববিজয়</u>	...	৪৩
<u>দর্যোদ্ধানের মৃত্যু</u>	...	৪৪
<u>সিংহল-বিজয়</u>	...	৪৬
<u>হতাশা-পীড়িত হৃদয়ের দুঃখধ্বনি</u>	...	৪৭
<u>দেবদানবীয়ম</u>	...	৪৮
<u>জীবিতাবস্থায় অনাদৃত কবিগণের সম্বন্ধে</u>	...	৪৮
<u>পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর</u>	...	৪৯

দূকহ শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যাখ্যা

পংক্তি

<u>বর্ষাকাল:</u>	৩	<u>রমণ</u> —পুরুষ।
	৪	<u>দানবাদি দেব</u> ,—দানবাদি, দেব, সঙ্গত।
<u>হিমঝত:</u>	১	<u>হিমন্তের</u> —হেমন্তের (মধুসূদনের প্রয়োগ)।
<u>রিজিয়া:</u>	৬	<u>দংশে</u> —দংশ সঙ্গত।
	২৩	<u>সিঙ্কুদেশে</u> —সমুদ্রে।
<u>কবি-মাতৃভাষা:</u>		মধুসূদন-বিবচিত প্রথম চতুর্দশপদী কবিতা। ইহারই সংশোধিত রূপ “বঙ্গ-ভাষা” (‘ <u>চতুর্দশপদী কবিতাবলী</u> ’, ৩ নং কবিতা)।
<u>আত্ম-বিলাপ:</u>	১২	<u>অশ্বমুখে সদ্যঃপাতি</u> —জলের তোড়ে সদ্য সদ্য বিনাশশীল।
	১৯	<u>সাদে</u> —সাধে।
<u>বঙ্গভূমির প্রতি:</u>	২৫	<u>তামরস</u> —পদ্ম।
<u>দ্রৌপদীস্বয়ম্বর:</u>	১৭	<u>বিকচিত</u> —বিকচ (মধুসূদনের প্রয়োগ)।
	১৮	<u>দ্বিতীয়</u> —রামায়ণকার বাণ্মীকি আদি-কবি বলিয়া মহাভারতকারকে মধুসূদন ‘দ্বিতীয় কমল’ বলিয়াছেন।
<u>সুভদ্রা-হরণ:</u>	৩-১৫	দ্রৌপদীস্বয়ম্বরের প্রায় পুনরুক্তি।
	২০	<u>শ্রীরবদা</u> —লক্ষ্মী।
<u>ময়ুর ও গৌরী:</u>	৩০	<u>কেশে</u> —মস্তকে।
<u>কাক ও শূগালী:</u>	২৩	<u>বাস-বসে</u> —বাস রসে হইবে।
<u>অশ্ব ও কুরঙ্গ:</u>	১০	<u>বাগানে</u> —মুদ্রাকর-প্রমাদ; বাথানে হইবে।

	৩৬	মৃগয়ী —ব্যাধ।
	৫৪	সাদী —অশ্বারোহী।
গদা ও সদা:	১৭	সিদ্ধ অনসিদ্ধ —সুন্দ উপসুন্দ হইবে।
	৭১	লভিল —লভিলা হইবে।
ঢাকাবাসীদিগের		
অভিনন্দনের	১০	কারো —মুদ্রাকর-প্রমাদ; কারে হইবে।
উত্তরে:		
পরুলিয়া:	৫	সরস —সরোবরে।
	১৪	সত্যতা —সভ্যতা হইবে।
কবির ধর্মপত্র:	১১	তোলি —তুলিয়া।
পঞ্চকোট গিরি:	১০	তোমায় —তোমারে হইবে।
পঞ্চকোটস্য		চতুর্থ ও পঞ্চম পংক্তি যথাক্রমে পঞ্চম ও
রাজশ্রী:		চতুর্থ পংক্তি হইবে।
দুর্যোধনের মৃত্যু:	২৫	সর্বভুক —সর্বভুক হইবে।
	৪৬-৪৭	নিম্নলিখিত রূপ হইবে—
		যে স্তম্ভের বলে শির উঠায় আকাশে উচ্চ রাজ-অট্টালিকা, সে স্তম্ভের রূপে
জীবিতাবস্থায়...:	৪	ওমর —হোমার।

বর্ষাকাল

গভীর গর্জ্জন সদা করে জলধর,
উথলিল নদনদী ধরণী উপর।
রমণী রমণ লয়ে, সুখে কেলি করে,
দানবাদি দেব, যক্ষ সুখিত অন্তরে।
সমীরণ ঘন ঘন ঝন ঝন রব,
বরুণ প্রবল দেখি প্রবল প্রভাব।
স্বাধীন হইয়া পাছে পরাধীন হয়,
কলহ করয়ে কোন মতে শান্ত নয়॥

হিম্মতু

হিম্মতের আগমনে সকলে কম্পিত,
রামাগণ ভাবে মনে হইয়া দুঃখিত।
মনাওনে ভাবে মনে হইয়া বিকার,
নিবিল প্রেমের অগ্নি নাহি জ্বলে অঁার।
ফুরায়েছে সব অঁাশা মদন রাজার
অঁাসিবে বসন্ত অঁাশা—এই অঁাশা সার।
অঁাশায় অঁাপ্রিত জনে নিরাশ করিলে,
অঁাশাতে আশার বস অঁাশায় মারিলে।
সৃজিয়াছি অঁাশাতরু অঁাশিত হইয়া,
নষ্ট কর হেন তরু নিরাশ করিয়া।
যে জন করয়ে আশা, অঁাশার অঁাশ্বাসে,
নিরাশ করয়ে তাৰে কেমন মানসে॥

রিজিয়া

হা বিধি, অধীর অঃামি! অধীর কে কবে,
এ পোড়া মনের জ্বালা জুড়াই কি দিয়া?
হে স্মৃতি, কি হেতু যত পূর্বকথা কয়ে,
দ্বিগুণিছ এ আগুন, জিজ্ঞাসি তোমারে।
কি হেতু লো বিষদন্ত ফণিরূপ ধরি,
মুহূর্মুহু দংশে আজি জর্জরিত হৃদয়ে?
কেমনে, লো দুষ্টা নারি, ভুলিলি নিষ্ঠুরে
আমায়? সে পূর্ব সত্য, অঙ্গীকার যত,
সে অঃাদর, সে সোহাগ, সে ভাব কেমনে
ভুলিল ও মন তোর, কে কবে অঃামারে?
হায় লো সে প্রেমাকুর কি তাপে শুকাল?
এ হেন সুবর্ণ-দেহে কি সুখে রাখিলি
এ হেন দুরন্ত আত্মা, রে দুরাত্মা বিধি!
এ হেন সুবর্ণময় মন্দিরে স্থাপিলি
এ হেন কু-দেবতারে তুই কি কৌতুকে?
কোথা পাব হেন মন্ত্র যার মহাবলে
ভুলি তোরে, ভূত কাল, প্রমত্ত যেমতি
বিস্মরে (সুরার তেজে, যা কিছু সে করে)
জ্ঞানোদয়ে? রে মদন, প্রমত্ত করিলি
মোরে প্রেম-মদে তুই; ভুলা তবে এবে,
ঘটিল যা কিছু, যবে ছিনু জ্ঞান-হীনে।
এ মোর মনের দুঃখ কে আছে বুঝিবে?
বন্ধুমাত্র মোর তুই, চল্‌ সিন্ধুদেশে,
দেখিব কি থাকে ভাগ্যে! হয়ত মারিব,
এ মনান্ধি নিবাইব ঢালি লহ-শ্রোতে,
নতুবা, রে মৃত্যু, তোর নীরব সদনে
ভুলিব এ মহাজ্বালা—দেখিব কি ঘটে!
কি কাজ জীবনে আর! কমল বিহনে
ডুবে অভিমানে জলে মৃগাল, যদ্যপি
হবে কেহ শিরোমণি, মরে ফণী শোকে।
চূড়াসূন্য রথে চড়ি কোন্‌ বীর যুঝে?
কি সাধ জীবনে আর? রে দারুণ বিধি,
অমৃত যে ফলে, আজ বিষাক্ত করিলি
সে ফলে? অনন্ত আয়ুদায়িনী সুধারে

না পেয়ে, কি হলাহল লভিনু মথিয়া
অকুল সাগরে, হয় হিয়া জ্বলাইতে?
হা ধিক্! হা ধিক্ তোরে নারীকুলাধমা!
চণ্ডালিনী ব্রহ্মকূলে তুই পাপীয়সী,
আর তোর পোড়া মুখ কভু না হেরিব,
যত দিন নাহি পারি তোর যমরূপে
আক্রমিতে রণে তোরে বীরপরাক্রমে!
ভেবেছিঁনু লয়ে তোরে সোহাগে বাসরে
কত যে লো ডালবাসি কব তোর কানে,
বায়ু যথা ফুলদলে সায়ংকালে পেয়ে
কাননে। সে প্রেমাশায় দিনু জলাঞ্জলি।
সে সুবর্ণ আশালতা তুই লো নিষ্ঠুরা
দাবানল-শিখারূপে নিষ্ঠুরে পোড়ালি!
পশ্ রে বিবরে তোর, তুই কাল ফণী।

কবি-মাতৃভাষা

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অগণ্য; তা সবে অন্য়ামি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
অশন, শয়ন ত্যজে, ঈষ্টদেবে স্মরি,
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায় মন।
বঙ্গকুল-লক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা—“হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধন-পতি?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ-সদনে?”